চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল

নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা শেষ। কেউ কারও জালে বল জড়াতে পারেনি। ইনজুরি সময়েও পারল না। খেলা গড়ায় অতিরিক্ত ৩০ মিনিটে। সেখানেও কেউ কাউকে বিন্দু পরিমাণ ছাড় দিচ্ছিল না। এই ৩০ মিনিটও প্রায় শেষ হওয়ার পথে। রোমাঞ্চকর টাইব্রেকার দেখার অপেক্ষায় সবাই।

কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে মাত্র ২ মিনিট বাকি থাকতেই বাজিমাত করে দেন ডিফেন্ডার ভিরগিল ফন ডাইক। কর্নার থেকে ভেসে আসা এক হেডেই নিশ্চিত হলো লিভারপুলের ইংলিশ লিগ কাপের শিরোপা।

ম্যাচের নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলায় দুই অর্ধে দুই দলই একটি করে গোল করেছিল। কিন্তু ভিএআর দেখে দুই গোলই বাতিল করে দেন রেফারি। এখানেও গোল করেছিলেন ফন ডাইক। চেলসির হয়ে রাহিম স্টার্লিং। শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ে গড়ায় ফাইনাল ম্যাচ। এখানেও ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়াতে যাচ্ছিল।

অবশেষে ১১৮তম মিনিটে কর্নার কিক থেকে দারুণ এক হেডে চেলসির জালে বল জড়ান ফন ডাইক। একই সঙ্গে বিদায়ী কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপকে শিরোপা উপহারই দিল অল রেডরা।

মোহাম্মদ সালাহ এবং ডারউইন নুনিয়েজকে ছাড়া খেলতে নেমেছিল লিভারপুর। ইনজুরির কারণে ছিলেন না তারা। শেষ পর্যন্ত তাদের অভাব বোধ করেনি ইয়ুর্গেন ক্লপের শিষ্যরা।

সূত্র: যুগান্তর

নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করলো অস্ট্রেলিয়া

তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে জয় পায় অস্ট্রেলিয়া। এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছিল অজিরা। এবার সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে বৃষ্টি আইনে নিউজিল্যান্ডকে ২৭

রানে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ করলো অস্ট্রেলিয়া।

রোববার (২৫ ফেব্রুয়ারি) অকল্যান্ডে টস জিতে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করে ১০ ওভার ৪ বলে ৪ উইকেট হারিয়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করে অজিরা। ট্রাভিস হেড ৩০ বলে ৩৩ ও ম্যাথু শর্ট করেন ১১ বলে ২৭ রান।

এরপর বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয়ে যায় খেলা। বৃষ্টি আইনে নিউজিল্যান্ডের জয়ের জন্য টার্গেট দাঁড়ায় ১০ ওভারে ১২৬ রান। এই রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় নিউজিল্যান্ড। দলীয় ২৯ রানে জোড়া উইকেট হারায় তারা।

এরপর গ্লেন ফিলিপসকে সঙ্গে নিয়ে ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন ফিন অ্যালান। তবে দলীয় ৫১ রানে ৯ বলে ১৩ রান করে আউট হন অ্যালান।

এরপর ক্রিজে আসা মার্ক চ্যাপম্যানকে সঙ্গে নিয়ে আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকেন ফিলিপস। তবে বলে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান তুলতে ব্যর্থ হয় তারা।

শেষ পর্যন্ত ১০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৯৮ রান সংগ্রহ করে নিউজিল্যান্ড। চ্যাপম্যান ১৫ বলে ১৭ ও ফিলিপস ২৪ বলে ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুর সরকারি কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজের খেলার মাঠে এ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া উপ-কমিটির আহবায়ক মোঃ খেদমত আলী মালিথার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্রিয়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.এ.কে.এম নজরুল কবীর।

এছাড়াও এসময় শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল আমিন, প্রফেসর খুরশিদ আলম,ফুয়াদ খান,মেহেরুন ডলি,আলমগীর হোসেন,এ.এইচ.এম রাশিদুল হকসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে মোট ১১ টি ক্রিয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।এর মধ্যে ১০০ মিটার দৌড়,২০০ মিটার দৌড়, ১৫০০ মিটার দৌড়, লৌহ গোলক নিক্ষেপ, বর্ষা নিক্ষেপ, দীর্ঘ লম্ফ, পিলো পাসিং,ও যেমন খুশি তেমন সাজো।

এর আগে জাতীয় পতাকা,কলেজ পতাকা ও ক্রিয়া পতাকা উত্তোলন করে করা হয়। এবং শপথ গ্রহণ,কবুতর অবমুক্তকরণ ও প্রজ্বলিত মশাল নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

মাঠেই হার্ট অ্যাটাকে ক্রিকেটারের মৃত্যু

খেলার মাঠে অকস্মাৎ মৃত্যু নতুন ঘটনা নয়। ক্রিকেট হোক কিংবা ফুটবল সব ক্ষেত্রেই এমন একাধিক ঘটনার উদাহরণ রয়েছে। খেলতে নামার আগের মুহূর্ত, খেলা চলাকালীন অথবা খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর- এমন অকস্মাৎ মৃত্যুর ঘটনার সাক্ষী থেকেছে ক্রীড়া প্রেমীরা।

এমনই এক হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী হলেন এবার ক্রিকেট খেলার সমর্থকরা। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর পরই ঘটে গেল এমন দুর্ঘটনা।

ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটে কর্ণাটকের হয়ে খেলতেন ওয়াইসি হোইসালা। তিনি তার রাজ্যের হয়ে একটি ম্যাচ খেলা শেষ করার পরই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। আর এই অকস্মাৎ হার্ট অ্যাটাকের কারণেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ওয়াইসি হোইসালা।

ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার। বেঙ্গালুরুতে এক টু্র্নামেন্ট চলাকালীন ঘটেছে এই ঘটনাটি। এইজিস সাউথ (দক্ষিণ) জোন টু্র্নামেন্ট চলাকালীন ঘটেছে ঘটনাটি। ম্যাচ শেষে যখন দুই দলের ক্রিকেটাররা সাজঘরে ফিরে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন; সেই সময় মাঠেই ঘটে যায় এই দুর্ঘটনা। হঠাৎ করেই মাঠে জ্ঞান হারান ওয়াইসি হোইসালা। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরে ছুটে আসেন সকলেই। তাকে সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা হয়। এরপর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

বেঙ্গালুরুর বাউরিং হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ৩৪ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার বেঙ্গালুরুতে কর্ণাটকের হয়ে খেলতে নেমেছিলেন। কর্ণাটকের আরএসআই মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল তামিলনাড়ু।

হোইসালা দলের সঙ্গে নৈশভোজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। এই সময়েই ঘটে যায় এই হৃদয়বিদারক ঘটনা। মাঠেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে থাকা মেডিক্যাল স্টাফেরা তার কাছে চলে আসেন। তাকে সিপিআর দেওয়া হয়। তবে কোনো রকম চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন না তিনি। ফলে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তার পরিবারের সদস্যদেরও জানানো হয়। হাসপাতালে নিয়ে আসার পর ডাক্তাররা জানান, দেরি হয়ে গেছে।

অনূর্ধ্ব-২৫ পর্যায় থেকেই কর্ণাটকের হয়ে খেলেছেন তিনি। কর্ণাটক প্রিমিয়র লিগেও খেলেছেন তিনি। নিয়মিত খেলতে দেখা গেছে তাকে। শিবামোগ্গা লায়ন্সের হয়ে খেলতে দেখা গেছে তাকে।

সূত্র: যুগান্তর

রোনালদোর গোলে কোয়ার্টার ফাইনালে আল নাসর

দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। একের পর এক গোল করেই চলছেন তিনি। সেই সঙ্গে একের পর

এক জয় পাচ্ছে আল নাসর। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর ফিরতি লেগের ম্যাচে রোনালদোর গোল জয় পেয়েছে আল নাসর।

বুধবার (২১ ফেব্রুয়ারি) ঘরের মাঠে আল ফাইহাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। এই জয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে সৌদি ক্লাবটি।

ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে আল নাসর। ম্যাচের ১৭ মিনিটেই এগিয়ে যায় তারা। ওটাভিওর গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। এরপরও একের পর এক আক্রমণ করে তারা। আর কোনো গোল না হলে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় আল নাসর।

বিরতি থেকে ফিরেও আক্রমণাত্নক ফুটবল খেলতে থাকে আল নাসর। ম্যাচের ৮৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের দেখা পায় তারা। এবার গোল করে দলের লিড দ্বিগুণ করেন রোনালদো। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।

সূত্র: ইত্তেফাক

বিপিএল শেষ চারের দৌড়ে যারা

খুলনা টাইগার্সের যেমন উত্থান হয়েছিল, তেমন পতনও হয়েছে। কাগজ-কলমে টিকে থাকলেও গতকাল চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের বিপক্ষে ৬৫ রানের হার খুলনার বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। শেষ চার নিশ্চিত রংপুর রাইডার্স, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ও চট্টগ্রামের। আর সেই দৌড়ে এগিয়ে আছে ফরচুন বরিশাল। আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও দলটি এক পা দিয়ে রেখেছে বিপিএলের পরের পর্বে। এই অবস্থান থেকে বরিশালকে টপকে শেষ চারে যাওয়া খুলনার জন্য রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার।

চট্টগ্রাম পর্ব শেষে মিরপুরের প্রথম ম্যাচে শুক্রবার মাঠে নামবে বরিশাল ও কুমিল্লা। এই ম্যাচে বরিশাল জয় পেলে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ চার নিশ্চিত হবে দলটির। তখন দিনের অন্য ম্যাচ খুলনা-সিলেটের লড়াই কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে প্রথম ম্যাচে বরিশাল হারলে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে খুলনা জিতলে তখন দুদলেরেই

পয়েন্ট ১২ হবে। তাতে নেট রানরেটে এগিয়ে থাকা দল পরের পর্বে যাবে। যেখানে অনেকটাই এগিয়ে আছে বরিশাল। তাতে বলা যায়, বড় কোনো অঘটন না ঘটলে এলিমিনেটর পর্বে খেলা হচ্ছে বরিশালের।

চলতি বিপিএলে সবার আগে শেষ চার নিশ্চিত করেছে রংপুর। এরপর নাম লিখিয়েছে কুমিল্লা। তৃতীয় দল হিসেবে শেষ চারে গেছে চট্টগ্রাম। রংপুর-কুমিল্লার অবস্থান এক বা দুইয়ে থাকবে। অর্থাত্ দুটি দলই প্রথম কোয়ালিফায়ার খেলবে। সেখান থেকে জয়ী দল সরাসরি ফাইনালে যাবে। আর হেরে যাওয়া দলের সামনে আরো একটি সুযোগ থাকবে ফাইনালে ওঠার। টেবিলের তিন ও চার নম্বরে থাকা দল খেলবে এলিমিনেটর ম্যাচ। সেখান থেকে জয়ী দল চলে যাবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে। তাদের প্রতিপক্ষ হবে প্রথম কোয়ালিফায়ারের (রংপুর-কুমিল্লা) পরাজিত দল। এখান থেকে যারা জিতবে তারা ফাইনাল খেলবে।

দশম বিপিএলের শুরু থেকে চমক দেখিয়েছিল খুলনা। টানা চার ম্যাচ জিতে টেবিলের শীর্ষে উঠে বসে এনামুল হক বিজয়রা। তবে এরপরই ঘটে ছন্দপতন। পাঁচ ম্যাচ হেরে ছিটকে যায় তারা। পরে একটি ম্যাচে জয় আসে। আর সবশেষ ম্যাচে হেরে এখন বিদায়ের দারপ্রান্তে খুলনা। এবার সবার আগে বিদায় নিয়েছে দুর্দান্ত ঢাকা। রেকর্ড ১১টি ম্যাচে টানা হেরে বিদায় নেয় দলটি। আর গেলবারের ফাইনালিস্ট সিলেট স্ট্রাইকার্সও এবার নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। প্রথম পর্ব থেকেই বাদ পড়তে হয়েছে দলটিকে।

সূত্র: ইত্তেফাক

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে টস জিতে ব্যাটিংয়ে চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) বাঁচা-মরার লড়াইয়ে মাঠে নামছে খুলনা টাইগার্স ও চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স। প্লে অফে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখতে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই এই দু’দলের সামনে। মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) বাঁচা-মরার ম্যাচে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চট্টগ্রাম।

১১ ম্যাচে ৬ জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে চট্টগ্রাম। অন্যদিকে ১০ ম্যাচে ৫ জয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আছে খুলনা। তাদের সঙ্গে ১১ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে রান রেটে এগিয়ে থেকে তিনে আছে ফরচুন বরিশাল।

এই তিন দলের দুই দল জায়গা করে নিবে প্লে অফে। আর তাই এই ম্যাচ মহাগুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম ও খুলনার জন্য। তাই এই ম্যাচ জিততে মরিয়া দু’দল।

চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স একাদশ: মোহাম্মদ ওয়াসিম, তানজিদ হাসান তামিম, সৈকত আলি, টম ব্রুস, রোমারিও শেফার্ড, শুভাগত হোম (অধিনায়ক), শাহদাত হোসেন দিপু, শহিদুল ইসলাম, নিহাদুজ্জামান, সালাউদ্দিন শাকিল, বিলাল খান।

খুলনা টাইগার্স একাদশ: এভিন লুইস, এনামুল হক বিজয় (অধিনায়ক), পারভেজ হোসেন ইমন, শাই হোপ, আফিফ হোসেন, মাহমুদুল হাসান জয়, জেসন হোল্ডার, ওয়ায়েন পার্নেল, আরিফ আহমেদ, মুকিদুল ইসলাম, নাসুম আহমেদ।

সূত্র: ইত্তেফাক

সাকিবের আউটের পর তামিমের ‘ব্যাঙ্গাত্মক উদযাপন,যা বললেন মুশফিক

বাংলাদেশ ক্রিকেটে সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবালের মধ্যকার তিক্ত সম্পর্ক যেন নতুন মাত্রা পেল চলমান বিপিএলে। রংপুর-বরিশাল ম্যাচে তামিমকে আউট করে উদযাপন করেন সাকিব।

পরে সাকিব আউট হলে ব্যাঙ্গাত্মক উদযাপন করেন তামিম। দুইজনের এমন ঘটনার ভিডিও ইতোমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

আগে ব্যাট করতে নেমে দারুণ শুরুর পর সাকিবের বলে পরাস্ত হন

তামিম। মুমিনুল হক বল হাতে লুফে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তামিমের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে এক হাত তুলে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় উদযাপন করেন সাকিব।

পরক্ষণে রংপুরের হয়ে ব্যাট করতে নেমে ঝড় তোলেন সাকিবও। মেহেদী হাসান মিরাজের বলে বদলি ফিল্ডার প্রীতম কুমারের হাতে ক্যাচ দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরেন তিনি। সে সময় সাকিবের উদযাপনটা কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে নকল করেন তামিম।

সোমবার ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বরিশালের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিমকে তামিমের এই অঙ্গভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি জানান, তামিমের সেই ব্যাঙ্গাত্মক উদ্যাপন দেখেননি।

এ প্রসঙ্গে মুশফিক বলেন, ‘তামিমের উদ্যাপন সত্যি কথা আমি দেখিনি। একজন আউট হয়েছে, দেখছিলাম ক্যাচটা হয়েছে কি না। এরপর ব্যাটসম্যান কে আসবে, পরিকল্পনা কী হবে এসব ভাবছিলাম। সত্যি কথা, আমি (তামিমের উদ্যাপন) দেখিনি। এখন যেহেতু বললেন, তাহলে গিয়ে হাইলাইটস দেখতে হবে।’

সূত্র: যুগান্তর

মোস্তাফিজের সর্বশেষ অবস্থা

নেটে অনুশীলনের সময় মাথায় বলের আঘাত পান কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরীক্ষানিরীক্ষার পর জানা যায় শঙ্কামুক্ত তিনি। তবে পর্যবেক্ষণে ছিলেন এই পেসার। মোস্তাফিজের সর্বশেষ অবস্থা জানিয়েছেন কুমিল্লার অধিনায়ক লিটন দাস।

সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সিলেট স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে টস হেরে বোলিং করছে কুমিল্লা। টসের সময় ধারাভাষ্যকার আতাহার আলি লিটনের কাছে মোস্তাফিজের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। লিটন বলেন, ‘সে ভালো আছে। এখনো হাসপাতালে আছে। আশা করছি রাতে হোটেলে দলে যুক্ত হবে।’

রোববার (১৮ ফেব্রুয়ারি) চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছিল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। মোস্তাফিজ নেটে বল করার সময় ঘটে এমন অনাকাক্ষিত ঘটনা। বিদেশি সতীর্থ ম্যাথু ফোর্ড যখন ব্যাট করছিলেন, তখন বোলিং সাইডে ছিলেন মোস্তাফিজ। হঠাৎই বল উড়ে এই পেসারের মাথায় আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মোস্তাফিজ। বলের আঘাতে মাথা ফেটে যায় তার। রক্তাক্ত অবস্থায় স্ট্রেচারে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয় তাকে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) চিকিৎসক দেবাশিষ চৌধুরী গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, মোস্তাফিজের সিটি স্ক্যান রিপোর্ট ভালো। কোনো ইন্টারনাল ইনজুরি নেই। এক্সটারনাল ইনজুরি আছে। সেলাই লেগেছে পাঁচটার মতো। কিন্তু যেহেতু মাথার চোট, সে ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে থাকবে।’

সূত্র: ইত্তেফাক

টস হেরে বোলিংয়ে কুমিল্লা

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) সিলেট স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে মাঠে নামছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) টস জিতে কুমিল্লাকে বোলিংয়ে পাঠিয়েছে সিলেট।

এবারের বিপিএলে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা। ৯ ম্যাচে ৭ জয়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। এই ম্যাচ জিতলেই প্লে অফ নিশ্চিত হবে লিটন দাসের দলের।

অন্যদিকে ইতিমধ্যে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে সিলেট। ১০ ম্যাচে মাত্র ৩টি জয়ের দেখা পেয়েছে দলটি। ৬ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে নম্বরে আছে তারা।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), ইমরুল কায়েস, জনসন চার্লস, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলি, আন্দ্রে রাসেল, মইন আলি, সুনিল নারিন, রিশাদ হোসেন, মুশফিক হাসান, আলিস ইসলাম।

সিলেট স্ট্রাইকার্স একাদশ: মোহাম্মদ মিথুন (অধিনায়ক), নাজমুল হাসান শান্ত, জাকির হাসান, আরিফুল হক, সমিত প্যাটেল, কেনার লুইস, বেনি হাওয়েল, তানজিম হাসান সাকিব, ইয়াসির আলি, সানজামুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম।

সূত্র: ইত্তেফাক